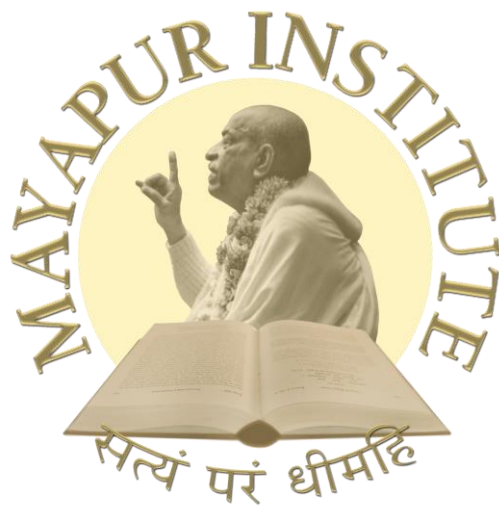


ভক্তিশাস্ত্রী শ্লোক মুখস্থ



मायापुर ईन्सटिटीउट् अनलाइन भक्तिशान्त्री

mi.online.bn@gmail.com

www.mayapurinstitute.org

সূচিপত্র

Unit 1 - শ্রীমদ্ভগবদগীতা অধ্যায় ১-৬ শ্লোক সমূহ.....	3
Unit 2 - শ্রীমদ্ভগবদগীতা অধ্যায় ৭-১২ শ্লোক সমূহ.....	11
Unit 3 - শ্রীমদ্ভগবদগীতা অধ্যায় ১৩-১৮ শ্লোক সমূহ.....	22
Unit 4 - ভক্তিরসামৃত সিন্ধু শ্লোক সমূহ.....	28
Unit 5 - উপদেশামৃত এবং শ্রীঈশোপনিষদ শ্লোক সমূহ.....	31

Unit-01

শ্রীমদ্ভগবদগীতা অধ্যায় ১-৬ শ্লোক সমূহ

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ২.৭

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥

কার্পণ্য—কৃপণতা; দোষ—দুর্বলতা; উপহত—প্রভাবিত হয়ে; স্বভাবঃ—স্বভাব;
পৃচ্ছামি—আমি জিজ্ঞাসা করছি; ত্বাম্—তোমাকে; ধর্ম—ধর্ম; সম্মূঢ়—হতবুদ্ধি; চেতাঃ—
চিত্ত; যৎ—যা; শ্রেয়ঃ—শ্রেয়স্কর; স্যাৎ—হয়; নিশ্চিতম্—নিশ্চিতভাবে; ব্রুহি—বল;
তৎ—তা; মে—আমাকে; শিষ্যঃ—শিষ্য; তে—তোমার; অহম্—আমি; শাধি—নির্দেশ
দাও; মাম্—আমাকে; ত্বাম্—তোমার; প্রপন্নম্—আত্মসমর্পিত।

অনুবাদ

কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি এবং আমার কর্তব্য সম্বন্ধে
বিভ্রান্ত হয়েছি। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এখন কি করা আমার পক্ষে
শ্রেয়স্কর, তা আমাকে বল। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত।
দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ২.১৩

দেহিনোহস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরন্তর ন মুহ্যতি ॥

দেহিনঃ—দেহীর; অস্মিন্—এই; যথা—যেমন; দেহে—দেহে; কৌমারম্—কৌমার;
 যৌবনম্—যৌবন; জরা—ব্যাধ্যক; তথা—তেমনই; দেহান্তর—দেহান্তর; প্রাপ্তিঃ—লাভ
 হয়; ধীরঃ—স্থিরবুদ্ধি; তত্র—তাতে; ন—না; মুহ্যতি—মোহগ্রস্থ হন।

অনুবাদ

দেহীর দেহ যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে তার রূপ পরিবর্তন করে চলে,
 মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়।
 স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ২.২০

ন জায়তে স্রিয়তে বা কদাচিন্

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

ন—না; জায়তে—জন্ম হয়; স্রিয়তে—মৃত্যু হয়; বা—অথবা; কদাচিৎ—কখনও (অতীত,
 বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে), ন—না; অয়ম্—এই; ভূত্বা—উৎপন্ন হয়ে; ভবিতা—উৎপন্ন
 হবে; বা—অথবা; ন—না; ভূয়ঃ—উৎপন্ন হয়েছে; অজঃ—জন্মরহিত; নিত্যঃ—নিত্য;
 শাস্বতঃ—চিরস্থায়ী; অয়ম্—এই; পুরাণঃ—পুরাতন; ন—না; হন্যতে—নিহত হয়;
 হন্যমানে—হত হলেও; শরীরে—দেহ।

গীতার গান

জন্ম মরণ নাই, হয় নাই, হবে নাই,

হয়েছিল তাহা নহে আত্মা।

অজ নিত্য শাস্বত, পুরাতন নিত্যসত্য,

শরীরের নাশ নহে মৃত্যু ॥

অনুবাদ

আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাস্ত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ২.৪৪

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহতচেতসাম্।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

ভোগ—জড় সুখভোগে; ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্যে; প্রসক্তানাং—যারা গভীরভাবে আসক্ত; তয়া—তাদের দ্বারা; অপহতচেতসাম্—বিমূঢ়চিত্ত; ব্যবসায়াত্মিকা—দৃঢ়চিত্ত, নিশ্চয়াত্মিকা; বুদ্ধিঃ—ভগবানের ভক্তিয়ুক্ত সেবা; সমাধৌ—সংযতচিত্ত; ন—না; বিধীয়তে—হয় না।

গীতার গান

ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত যে পাগলের মত।

নিজেকে হারিয়া বসে আশা শত শত।।

তারা নাহি বুঝে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি।

আসক্তি তাদের শুধু ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি।।

অনুবাদ

যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৩.২৭

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্মাণি সৰ্বশঃ।

অহঙ্কারবম্বিদাত্মা কৰ্তাহমিতি মন্যতে ॥

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; ক্রিয়মাণানি—ক্রিয়মাণ; গুণৈঃ—গুণের দ্বারা; কৰ্মাণি—সমস্ত কর্ম; সর্বশঃ—সর্বপ্রকার; অহঙ্কার-বমিট—অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; আত্মা—আত্মা; কৰ্তা—কর্তা; অহম্—আমি; ইতি—এভাবে; মন্যতে—মনে করা।

গীতার গান

বিদ্বান মূর্খেতে হয় এই মাত্র ভেদ।
প্রকৃতির বশ এক অন্য সে বিচ্ছেদ।।
প্রকৃতির গুণে বশ কার্য করি যায়।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজে কৰ্তা হয়।।
আপনার পরিচয় প্রকৃতির মানে।
দেহে আত্মবুদ্ধি করে অসত্যের ধ্যানে।।

অনুবাদ

অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে ‘আমি কর্তা’—এই রকম অভিমান করে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৪.২

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

এবম্—এভাবে; পরম্পরা—পরম্পরাক্রমে; প্রাপ্তম্—প্রাপ্ত; ইমম্—এই বিজ্ঞান; রাজর্ষয়ঃ—রাজর্ষিরা; বিদুঃ—বিদিত হয়েছিলেন; সঃ—সেই জ্ঞান; কালেন—কালরে প্রভাবে; ইহ—এই জগতে; মহতা—সুদীর্ঘ; যোগঃ—পরমেশ্বরের ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ জ্ঞান সমন্বিত বিজ্ঞান; নষ্টঃ—বিনষ্ট; পরন্তপ—হে শত্রু দমনকারী অর্জুন।

অনুবাদ

এভাবেই পরম্পরা মাধ্যমে প্রাপ্ত এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল। এবং তাই সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৪.৮

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

পরিত্রাণায়—পরিত্রাণ করার জন্য; সাধুনাং—ভক্তদের; বিনাশায়—বিনাশ করার জন্য; চ—এবং; দুষ্কৃতাম্—দুষ্কৃতকারীদের; ধর্ম—ধর্ম; সংস্থাপনার্থায়—সংস্থাপনের জন্য; সম্ভবামি—অবতীর্ণ হই; যুগে যুগে—যুগে যুগে ।

অনুবাদ

সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৪.৯

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥

জন্ম—জন্ম; কর্ম—কর্ম; চ—এবং; মে—আমার; দিব্যম্—দিব্য; এবম্—এভাবে; যঃ—যিনি; বেত্তি—জানেন; তত্ত্বতঃ—ভাবে; ত্যক্তা—ত্যাগ করে; দেহম্—বর্তমান দেহ; পুনঃ—পুনরায়; জন্ম—জন্ম; ন—না; এতি—প্রাপ্ত হন; মাম্—আমাকে; এতি—প্রাপ্ত হন; সঃ—তিনি; অর্জুন—হে অর্জুন ।

গীতার গান

আমার যে জন্মকর্ম সে অতি মহান ।

যে বুঝিল সেই কথা সেও ভাগ্যবান ।।

সে ছাড়িয়া দেহ এই নহে পুনর্জন্ম ।

মম ধামে ফিরি আসে ছাড়ে জড় ধর্ম ।।

অনুবাদ

হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম ভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৪.৩৪

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদ্যোক্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

তৎ—বিভিন্ন যজ্ঞের সেই জ্ঞান; বিদ্ধি—জানবার চেষ্টা কর; প্রণিপাতেন—সদগুরুর শরণাগত হয়ে; পরিপ্রশ্নেন—ঐকান্তিক বিনম্র প্রশ্নের দ্বারা; সেবয়া—সেবার দ্বারা; উপদ্যোক্তি—উপদেশ দান করবেন; তে—তোমাকে; জ্ঞানম্—জ্ঞান; জ্ঞানিনঃ—আত্মা-তত্ত্ববেত্তা; তত্ত্ব—তত্ত্ব; দর্শিনঃ—দ্রষ্টাগণ।

গীতার গান

অতএব সে বিজ্ঞান যে জানিবারে চায়।

উপযুক্ত গুরুরূপ করয়ে আশ্রয়।।

প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবার সহিত।

গুরুস্থানে জানি লও আপনার হিত।।

অনুবাদ

সদগুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৫.২২

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥

যে—যে সমস্ত; হি—অবশ্যই; সংস্পর্শজাঃ—জড় ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত; ভোগাঃ—ভোগসমূহ; দুঃখ—দুঃখ; যোনয়ঃ—কারণ; এব—অবশ্যই; তে—সেই সমস্ত; আদি—

আদি; অন্তবন্তঃ—অন্তবিশিষ্ট; কৌন্তেয়—হে কুন্তীপুত্র; ন—না; তেষু—তাতে; রমতে—
প্রীতি লাভ করেন; বুধঃ—বিবেকী ব্যক্তি।

গীতার গান

স্পর্শ সুখে যে আনন্দ তাহা দুঃখময়।
ভোগ নহে ভোগী সেই জানিহ নিশ্চয়।।
সেই সুখে যে আনন্দ তাহা দুঃখময়।
বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেই না তাতে রময়।।

অনুবাদ

বিবেকবান পুরুষ দুঃখের কারণ যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়ভোগ তাতে আসক্ত হন না। হে
কৌন্তেয়! এই ধরনের সুখভোগ আদি ও অন্তবিশিষ্ট। তাই, জ্ঞানী ব্যক্তির তাতে প্রীতি লাভ
করেন না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৫.২৯

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥

ভোক্তারম্—ভোক্তা; যজ্ঞ—যজ্ঞ; তপসাম্—তপস্যার; সর্বলোক—সর্বলোকের;
মহেশ্বরম্—পরম ঈশ্বর; সুহৃদম্—সুহৃদ; সর্ব—সমস্ত; ভূতানাম্—জীবের; জ্ঞাত্বা—
এভাবে জেনে; মাম্—আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে); শান্তিম্—জড় দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি;
ঋচ্ছতি—লাভ করেন।

গীতার গান

যোগেশ্বর আমি হই আমি সেই লক্ষ্য।
সে কথা যে বুঝে ভাল সেই যোগী দক্ষ।।
সকল যজ্ঞ তপস্যার আমি ভোক্তা হই।
সমস্ত লোকের স্বামী কেহ নহে সেই।।

অনুবাদ

আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - ৬.৪৭

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাত্তরাগ্ন্যা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

যোগিনাম্—যোগীদের; অপি—ও; সর্বেষাম্—সর্বপ্রকার; মদগতেন—আমাতেই আসক্ত; অন্তরাগ্ন্যা—অন্তরে সব সময় আমার কথা চিন্তা করে; শ্রদ্ধাবান্—পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে; ভজতে—ভজনা করেন; যঃ—যিনি; মাম্—আমাকে (পরমেশ্বর ভগবানকে); সঃ—তিনি; মে—আমার; যুক্ততমঃ—সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মতঃ—অভিमत।

গীতার গান

যত যোগী প্রকার সে শাস্ত্রেতে নির্ণয়।

তার মধ্যে মদগতপ্রাণ যেবা কেহ হয়।।

সবার সে শ্রেষ্ঠ যোগী জানিহ নিশ্চয়।

শ্রদ্ধাবান যদি সেই আমারে ভজয়।।

অনুবাদ

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদগত চিত্তে আমার ভজন করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সংগে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেটিই আমার অভিमत।

Unit-02

শ্রীমদ্ভগবদগীতা অধ্যায় ৭-১২ শ্লোক সমূহ

শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৭.৫

অপরেয়মিতজ্জ্বল্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।

অপরা – নিকৃষ্টা; ইয়ম্ – এই; ইতঃ – ইহা ব্যতীত; তু – কিন্তু; অন্যাম্ – আর একটি;
প্রকৃতিম্ – প্রকৃতি; বিদ্ধি – অবগত হয়; মে – আমার; পরাম্ – উৎকৃষ্ট; জীবভূতাম্ –
জীবস্বরূপা; মহাবাহো – হে মহাবীর; যয়া – যার দ্বারা; ইদম্ – এই; ধার্যতে – ধারণ করে
আছে; জগৎ – জড় জগৎ।

গীতার গান

অনুৎকৃষ্টা তারা সহ উৎকৃষ্টা তা হতে।
প্রকৃতি আর এক যে আছেয়ে আমাতে।।
জীবভূতা সে প্রকৃতি শুন মহাবাহো।
জীব দ্বারা ধার্য জড়া জান অহরহ।।

অনুবাদ

হে মহাবাহো! এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই
প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড়
জগৎকে ধারণ করে আছে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৭.১৪

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।।

দৈবী – অলৌকিকী; হি – নিশ্চয়; এষা – এই; গুণময়ী – ত্রিগুণময়ী; মম – আমার; মায়া – শক্তি; দুরত্যয়া – দুরতিক্রমণীয়া; মাম্ – আমাকে; এব – অবশ্যই; যে – যাঁরা; প্রপদ্যন্তে – শরণাগত হন; মায়াং এতাম্ – এই মায়াশক্তিকে; তরন্তি – উত্তীর্ণ হন; তে – তাঁরা ।

গীতার গান

অতএব গুণময়ী আমার যে মায়া ।

বহিরঙ্গা শক্তি সেই অতি দুরত্যয়া ।।

সে মায়ার হাত হতে যদি মুক্তি চায় ।

আমার চরণে সেই প্রপত্তি করয় ।।

অনুবাদ

আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাঙ্গিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া । কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৭.১৯

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।।

বহুনাং – বহু; জন্মনাম্ – জন্মের; অন্তে – পরে; জ্ঞানবান্ – তত্ত্বজ্ঞানী; মাম্ – আমাতে; প্রপদ্যতে – প্রপত্তি করেন; বাসুদেবঃ – বাসুদেব; সর্বম্ – সমস্ত; ইতি – এভাবে; সঃ – সেইরূপ; মহাত্মা – মহাপুরুষ; সুদুর্লভঃ – অত্যন্ত দুর্লভ ।

গীতার গান

ক্রমে ক্রমে জ্ঞানীজন বহু জন্ম পরে ।
আমার চরণে শুদ্ধ প্রপত্তি সে করে ।।
বাসুদেবময় তদা জগৎ দর্শন ।
দুর্লভ মহাত্মা সেই শাস্ত্রের বর্ণন ।।

অনুবাদ

বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব করণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন । সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৮.৫

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।।

অন্তকালে – অন্তিম সময়ে; চ – ও; মাম্ – আমাকে; এব – অবশ্যই; স্মরন্ – স্মরণ করে;
মুক্তা – ত্যাগ করে; কলেবরম্ – দেহ; যঃ – যিনি; প্রয়াতি – প্রয়াণ করেন; সঃ – তিনি;
মদ্ভাবম্ – আমার স্বভাব; যাতি – লাভ করেন; নাস্তি – নেই; অত্র – এখানে; সংশয়ঃ – সন্দেহ।

গীতার গান

অতএব অন্তকালে আমারে স্মরিয়া ।
যেবা চলি যায় এই শরীর ছাড়িয়া ।।
সে পায় আমার ভাব অমর সে হয় ।
নিশ্চয়ই কহিনু এই নাহিত সংশয় ।।

অনুবাদ

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৮.১৬

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।

আব্রহ্ম – ব্রহ্মলোক পর্যন্ত; ভুবনাং – পৃথিবী থেকে; লোকাঃ – লোকসমূহ; পুনঃ – পুনরায়; আবর্তিনঃ – আবর্তনশীল; অর্জুন – হে অর্জুন; মাম্ – আমাকে; উপেত্য – প্রাপ্ত হলে; তু – কিন্তু; কৌন্তেয় – হে কুন্তীপুত্র; পুনর্জন্ম – পুনর্জন্ম; ন – না; বিদ্যতে – হয়।

গীতার গান

চতুর্দশ ভুবনেতে যত লোক হয়।

ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সে নিত্য কেহ নয়।।

সে সব লোকেতে স্থান গমনাগমন।

সকল লোকেতে আছে জনম মরণ।।

ভক্তির আশ্রয় যেবা আমাকে যে পায়।

কেবল তাহার মাত্র পুনর্জন্ম নয়।।

অনুবাদ

হে অর্জুন! এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৯.২

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।।

রাজবিদ্যা – সমস্ত বিদ্যার রাজা; রাজগুহ্যম্ – গোপনীয় জ্ঞানসমূহের রাজা; পবিত্রম্ – পবিত্র;
ইদম্ – এই; উত্তমম্ – উত্তম; প্রত্যক্ষ – প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা; অবগমম্ – উপলব্ধ হয়;
ধর্ম্যম্ – ধর্ম; সুসুখম্ – অত্যন্ত সুখদায়ক; কর্তুম্ – অনুষ্ঠান করতে; অব্যয়ম্ – অব্যয়।

গীতার গান

রাজবিদ্যা এই জ্ঞান রাজগুহ্য কহে।

পবিত্র উত্তম তাহা সাধারণ নহে।।

যাহার সাধনে হয় প্রত্যক্ষানুভব।

সুসুখ সে ধর্ম হয় অব্যয় বৈভব।।

অনুবাদ

এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ
অনুভূতির দ্বারা আত্ম-উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৯.৪

মায়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ণবস্থিতঃ।।

মায়া – আমার দ্বারা; ততম্ – ব্যাপ্ত; ইদম্ – এই; সর্বম্ – সমস্ত; জগৎ – বিশ্ব; অব্যক্তমূর্তিনা
– অব্যক্তরূপে; মৎস্থানি – আমাতে অবস্থিত; সর্বভূতানি – সমস্ত জীব; ন – না; চ – ও; অহম্
– আমি; তেষ্ণু – তাতে; অবস্থিতঃ – অবস্থিত।

গীতার গান

অব্যক্ত যে নির্বিশেষ আমারই রূপ ।
জগৎ ব্যাপিয়া থাকি অনির্দিষ্ট রূপ । ।
আমাতে জগৎ সব না আমি তাহাতে ।
পরিণাম হয় তাহা আমার শক্তিতে । ।

অনুবাদ

অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি । সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৯.১৪

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্ত্শচ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্ত্শচ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে । ।

সততম্ – নিরন্তর; কীর্তয়ন্তঃ – কীর্তন করে; মাম্ – আমাকে; যতন্তঃ – যত্নশীল হয়ে; চ – ও; দৃঢ়ব্রতাঃ – দৃঢ়ব্রত; নমস্যন্তঃ – নমস্কার করে; চ – ও; মাম্ – আমাকে; ভক্ত্যা – ভক্তি সহকারে; নিত্যযুক্তাঃ – নিরন্তর যুক্ত হয়ে; উপাসতে – উপাসনা করে ।

গীতার গান

লক্ষণ সে মহাত্মার হয় বিলক্ষণ ।
মহিমা আমার করে সতত কীর্তন । ।
আমার মহিমা জন্য সর্ব কর্মে রত ।
সকল বিষয়ে যত হও দৃঢ়ব্রত । ।

ভক্তির যাজন আর প্রণাম বিজ্ঞপ্তি ।
নিত্যসেবা উপাসনা আমাকেই প্রাপ্তি ।।

অনুবাদ

দৃঢ়ব্রত ও যত্নশীল হয়ে, সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে, এই সমস্ত মহাত্মারা নিরন্তর যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৯.২৫

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ।।

যান্তি – নিরন্তর; দেবব্রতাঃ – দেবতাদের উপাসক; দেবান্ – দেবতাদের; পিতৃন্ – পূর্ব-
পুরুষদের; যান্তি – লাভ করেন; পিতৃব্রতাঃ – পিতৃপুরুষদের উপাসকগণ; ভূতানি – ভূত-
প্রেতদের; যান্তি – লাভ করেন; ভূতেজ্যাঃ – ভূত-প্রেত আদির উপাসকগণ; যান্তি – লাভ
করেন; মৎ – আমার; যাজিনঃ – ভক্তগণ; অপি – কিন্তু; মাম্ – আমাকে ।

গীতার গান

ইতর দেবতা যাজী যায় দেবলোকে ।
পিতৃলোক উপসক যায় পিতৃলোকে ।।
ভূতপ্রেত উপাসক ভূতলোকে যায় ।
আমাকে ভজন করে আমাকেই পায় ।।
আমার পূজন হয় সকলে সম্ভব ।
দরিদ্র হলেও নহে অপেক্ষা বৈভব ।।

অনুবাদ

দেবতাদের উপসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; পিতৃপুরুষদের উপাসকেরা পিতৃলোক লাভ করেন; ভূত-প্রেত আদির উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করেন; এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৯.২৬

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমগ্নামি প্রযতান্বনঃ।।

পত্রম্ – পত্র; পুষ্পম্ – ফুল; ফলম্ – ফল; তোয়ম্ – জল; যঃ – যিনি; মে – আমাকে;
ভক্ত্যা – ভক্তি সহকারে; প্রযচ্ছতি – প্রদান করেন; তং – তা; অহম্ – আমি; ভক্ত্যুপহৃতম
– ভক্তি সহকারে নিবেদিত; অগ্নামি – গ্রহণ করি; পযতান্বনঃ – আমার ভক্তি প্রভাবে
বিশুদ্ধচিত্ত সেই ব্যক্তির।

গীতার গান

পত্র পুষ্প ফল জল ভক্ত মোরে দেয়।

ভক্তির কারণ সেই গ্রহণীয় হয়।।

যত্ন করি মোর ভক্ত যাহা কিছু দেয়।

সন্তুষ্ট হইয়া লই ভক্তির প্রভায়।।

নিরপেক্ষ ভক্ত তুমি এ মোর নিশ্চয়।

তোমার যে কার্যক্রম সব ভক্তি হয়।।

অনুবাদ

যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন,
আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৯.২৭

যৎকরোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্পস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ।।

যৎ – যা; করোষি – তুমি কর; যৎ – যা; অশ্বাসি – তুমি খাও; যৎ – যা; জুহোষি – হোম কর; দদাসি – দান কর; যৎ – যা; যৎ – যা; তপস্যসি – তপস্যা কর; কৌন্তেয় – হে কুন্তীপুত্র; তৎ – তা; কুরুষ্ব – কর; মৎ – আমাকে; অর্পণম্ – সমর্পণ ।

গীতার গান

অতএব কর যাহা ভোগ যজ্ঞ তপ ।

অর্পণ করহ তুমি আমাকে সে সব ।।

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৯.২৯

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ।।

সমঃ – সমভাবাপন্ন; অহম্ – আমি; সর্বভূতেষু – সমস্ত জীবের প্রতি; ন – নয়; মে – আমার; দ্বেষ্যঃ – বিদ্বেষ ভাবাপন্ন; অস্তি – হয়; ন – নয়; প্রিয়ঃ – পিয়; যে – যাঁরা; ভজন্তি – ভজনা করেন; তু – কিন্তু; মাম্ – আমাকে; ভক্ত্যা – ভক্তির দ্বারা; ময়ি – আমাতে; তে – তাঁরা; তেষু – তাঁদের; চ – ও; অপি – অবশ্যই; অহম্ – আমি ।

গীতার গান

আমি ত' সকল ভূতে দেখি সমভাব।
নহে কেহ প্রিয় মোর দ্বেষ বা প্রভাব।।
কিন্তু সেই ভজে মোরে ভক্তিয়ুক্ত হই।
সে আমাতে আমি তাতে আসক্ত যে রই।।

অনুবাদ

আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নয় এবং প্রিয়ও নয়। কিন্তু
যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁদের
মধ্যে বাস করি।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১০.৮

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ।।

অহম্ – আমি; সর্বস্য – সকলের; প্রভবঃ – উৎপত্তির হেতু; মত্তঃ – আমার থেকে; সর্বম্
– সব কিছু; প্রবর্ততে – প্রবর্তিত হয়; ইতি – এভাবে; মত্বা – জেনে; ভজন্তে – ভজন
করেন; মাম্ – আমাকে; বুধাঃ – পণ্ডিতগণ; ভাবসমম্বিতাঃ – ভাবযুক্ত হয়ে।

গীতার গান

প্রকৃতাপ্রাকৃত সব আমা হতে হয়।
বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানি আমাকে ভজয়।।
আমার যে ভাব তাহা ভক্তির লক্ষণ।
অপণ্ডিত নাহি জানে জানে পণ্ডিতগণ।।

অনুবাদ

আমি জড় ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।

শ্রীমন্তগবদগীতা-১০.১০

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।

তেষাম্ – তাঁদের; সততযুক্তানাং – নিত্যযুক্ত; ভজতাম্ – ভক্তিয়ুক্ত সেবাপরায়ণ হয়ে;
প্রীতিপূর্বকম্ – প্রীতিপূর্বক; দদামি – দান করি; বুদ্ধিযোগম্ – বুদ্ধিযোগ; তম্ – সেই; যেন
– যার দ্বারা; মাম্ – আমাকে; উপযান্তি – প্রাপ্ত হন; তে – তাঁরা।

গীতার গান

সেই নিত্যযুক্ত যারা ভজনে কুশল।

প্রীতির সহিত তারা ধরে ভক্তিবল।।

আমি দিই ভক্তিযোগ তাদের অন্তরে।

আমার পরম ধাম তারা লাভ করে।।

অনুবাদ

যাঁরা ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে নিত্যযুক্ত, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।

Unit-03

শ্রীমদ্ভগবদগীতা অধ্যায় ১৩-১৮ শ্লোক সমূহ

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৩.২২

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুভেক্ত প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥

পুরুষঃ—জীব; প্রকৃতিস্থঃ—জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে; হি—অবশ্যই; ভুভেক্ত—ভোগ করে; প্রকৃতিজান্—প্রকৃতিজাত; গুণান্—গুণসমূহ; কারণম্—কারণ; গুণসঙ্গঃ—প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে; অস্য—এই জীবের; সদসদ্—ভাল ও মন্দ; যোনি—যোনিতে; জন্মসু—জন্ম হয় ।

অনুবাদ: জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে জীব প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করে । প্রকৃতির গুণের সঙ্গবশতই তার সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম হয় ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৩.২৩

উপদ্রষ্টানুমত্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥

উপদ্রষ্টা—সাক্ষী; অনুমত্তা—অনুমোদনকারী; চ—ও; ভর্তা—পালক; ভোক্তা—ভোগকর্তা; মহেশ্বরঃ—পরমেশ্বর; পরমাত্মা—পরমাত্মা; ইতি—এভাবে; চ—এবং; অপ্যি—ও; উক্তঃ—বলা হয়; দেহে—শরীরে; অস্মিন্—এই; পুরুষঃ—পুরুষ; পরঃ—পরম ।

গীতার গান

সে জীবের বদ্বরূপে পরমাত্মা সঙ্গে ।

উপদেষ্টা অনুমত্তা হন তিনি রঙ্গে ॥

মহেশ্বর তিনি ভোক্তা পুরুষে পরম ।

জীবের উদ্ধার লাগি তিনি সঙ্গে হন ॥

অনুবদ: এই শরীরে আর একজন পরম পুরুষ রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন উপদ্রষ্টা, অনুমত্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৪.২৬

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ার কল্পতে ॥

মাম্—আমাকে; চ—ও; যঃ—যিনি; অব্যভিচারেণ—ঐকান্তিক; ভক্তিয়োগেন—ভক্তিয়োগ দ্বারা; সেবতে—সেবা করেন; সঃ—তিনি; গুণান্—প্রকৃতির গুণকে; সমতীতে—অতিক্রম করে; এতান্—এই সমস্ত; ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত; কল্পতে—হন ।

গীতার গান

ত্রিগুণের অতিক্রমে যে কার্য করয় ।

সেই সে আমার ভক্তি জানহ নিশ্চয় ॥

যে অব্যভিচারী ভক্তি আমাতে করয় ।

জড় গুণ অতিক্রমে ব্রহ্মভূত হয় ॥

অনুবাদ: যিনি ঐকান্তিক ভক্তিয়োগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৫.৭

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥

মম—আমার; এব—অবশ্যই; অংশঃ—বিভিন্নাংশ; জীবলোকে—জড় জগতে; জীবভূতঃ—বদ্ধ জীব; সনাতনঃ—নিত্য; মনঃ—মন সহ; ষষ্ঠানি—ছয়; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়গুলিকে; প্রকৃতি—জড়া প্রকৃতিতে; স্থানি—স্থিত; কৰ্ষতি—কঠোর সংগ্রাম করছে ।

গীতার গান

যত জীব মোর অংশ নহে সে অপর।

সনাতন তার সত্তা জীবলোকে ঘোর।।

এখানে সে মন আর ইন্দ্রিয়বন্ধনে।

কর্ষণ করয়ে কত প্রকৃতির স্থানে।।

অনুবাদ: এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। জড় প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৫.১৫

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥

সর্বস্য—সমস্ত জীবের; চ—এবং; চ—এবং; অহম্—আমি; হৃদি—হৃদয়ে; সন্নিবিষ্টঃ—অবস্থিত; মত্তঃ—আমার থেকে; স্মৃতিঃ—স্মৃতি; জ্ঞানম্—জ্ঞান; অপোহনম্—বিলোপ; চ—এবং; বেদৈঃ—বেদসমূহের দ্বারা; চ—ও; সর্বৈঃ—সমস্ত; অহম্—আমি; এব—অবশ্যই; বেদ্যঃ—জ্ঞাতব্য; বেদান্তকৃৎ—বেদান্তকর্তা; বেদবিৎ—বেদজ্ঞ; এব—অবশ্যই; চ—এবং; অহম্—আমি।

গীতার গান

সবার হৃদয়ে আমি, সন্নিবিষ্ট অন্তর্যামী,

আমা হতে স্মৃতি জ্ঞান মন।

আমি সে জাগাই করে, আমি সে ভুলাই তারে,

আমা হতে হয় অপোহন।।

যত বেদ পৃথিবীতে, আমার সে তল্লাসেতে,
আমি হই সব বেদবেদ্য।

আমি সে বেদান্তবিৎ, আমি সে বেদান্তকৃৎ,
বেদান্তের কথ শুন অদ্য।।

অনুবাদ: আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিলোপ হয়।
আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৮.৫৪

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্বত্ত্বিং লভতে পরাম্ ॥

ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত; প্রসন্নাত্মা—প্রসন্নচিত্ত; ন—না; শোচতি—শোক করেন; ন—না;
কাঙ্ক্ষতি—আকাঙ্ক্ষা করেন; সমঃ—সমদর্শী; সর্বেষু—সমস্ত; ভূতেষু—প্রাণীর প্রতি;
মদ্বত্ত্বিং—আমার ভক্তি; লভতে—লাভ করেন; পরাম্—পরা।

গীতার গান

ব্রহ্ম অনুভব হলে প্রসন্নাত্মা হয়।

শোক আর আকাঙ্ক্ষা সে নির্মল নিশ্চয়।।

সর্বভূত সমবুদ্ধি তার পরিচয়।

নিগুণ আমার ভক্তি তবে লাভ হয়।।

অনুবাদ : ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হয়ে আমার পরা ভক্তি লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৮.৫৫

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

ভক্ত্যা—শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা; মাম্—আমাকে; অভিজানাতি—জানতে পারেন; যাবান্—যে রকম; যঃ চ অস্মি—স্বরূপত আমি হই; তত্ত্বতঃ—যথার্থরূপে; ততঃ—তারপর; মাম্—আমাকে; তত্ত্বতঃ—যথার্থরূপে; জ্ঞাত্বা—জেনে; বিশতে—প্রবেশ করতে পারেন; তদনন্তরম্—তার পরে।

গীতার গান

নির্গুণ ভক্তিতে জানে আমার স্বরূপ।

সবিশেষ নির্বিশেষ তত্ত্বত যে রূপ।।

সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবেশে আমাতে।

আমি ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ যাতে।।

অনুবাদ : ভক্তির দ্বারা কেবল স্বরূপত আমি যে রকম হই, সেরূপে আমাকে কেউ তত্ত্বত জানতে পারেন। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্ত্বত জেনে, তার পরে তিনি আমার ধামে প্রবেশ করতে পারেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৮.৬৪

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

সর্বগুহ্যতমম্—সবচেয়ে গোপনীয়; ভূয়ঃ—পুনরায়; শৃণু—শ্রবণ কর; মে—আমার থেকে; পরমম্—পরম; বচঃ—উপদেশ; ইষ্টঃ—প্রিয়; অসি—হও; মে—আমার; দৃঢ়ম্—অতিশয়; ইতি—এভাবে; ততঃ—সেই হেতু; বক্ষ্যামি—বলছি; তে—তোমার; হিতম্—হিতের জন্য।

গীতার গান

তদপেক্ষা গুহ্যতম আর তুমি শুন।

অত্যন্ত সে প্রিয় তুমি তাই সে বচন।।

অনুবাদ : তুমি আমার কাছ থেকে সবচেয়ে গোপনীয় পরম উপদেশ শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, সেই হেতু তোমার হিতের জন্যই আমি বলছি।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৮.৬৫

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥

মন্মনাঃ—মদগতচিত্তঃ; ভব—হও; মদ্ভক্তঃ—আমার ভক্ত; মদ্যাজী—আমার পূজক;
মাম্—আমাকে; নমস্করু—নমস্কার কর; মাম্—আমাকে; এব—অবশ্যই; এষ্যসি—প্রাপ্ত
হবে; সত্যম্—সত্যই; তে—তোমার কাছে; প্রতিজানে—প্রতিজ্ঞা করছি; প্রিয়ঃ—প্রিয়;
অসি—তুমি হও; মে—আমার ।

গীতার গান

মন্মনা মদ্ভক্ত হও মোরে নমস্কার ।

আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার । ।

অনুবাদ : তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে
নমস্কার কর । তা হলে তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে । এই জন্য আমি তোমার কাছে সত্যই
প্রতিজ্ঞা করছি যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ।

Unit-04

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু শ্লোক সমূহ

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু-১/১/১১

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্মাদি-অনাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

শব্দার্থ

অন্যাভিলাষিতা— ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভিন্ন অন্য কোন বাসনা (যেমন মাংসাহার, অবৈধ-যৌন-সংসর্গ, জুয়াখেলা ও আসব পানে আসক্তি); **জ্ঞান**—অদ্বৈতবাদী মায়াবাদীদের দার্শনিক জ্ঞান; **কর্ম**—সকাম কর্ম দ্বারা; **আদি**—কৃত্রিম ভাবে বৈরাগ্য পালন দ্বারা; যান্ত্রিক ভাবে যোগাভ্যাস দ্বারা, সাংখ্য-দর্শন আনুশীলনের দ্বারা ইত্যাদি; **অনাবৃতম্**—উন্মুক্ত, **আনুকূল্যেন**—সহযোগীতাপূর্ণ; **কৃষ্ণানুশীলনম্**—কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সেবা করার মনোভাব; **ভক্তিরুত্তমা**—উৎকৃষ্ট ভক্তিমূলক সেবা।

অনুবাদ

যখন কোন ভক্তের উৎকৃষ্ট ভক্তিমূলক সেবার উদয় হয়, তখন তাঁকে অবশ্যই সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা থেকে নিবৃত্ত হতে হয় এবং এই বাসনা গুলি হচ্ছে অদ্বৈত-দর্শন জনিত জ্ঞান এবং সকাম কর্ম। ভক্তের উচিত অপ্রতিহত ভাবে কৃষ্ণ যে ভাবে চান সেই ভাবে সেবা করা।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু-১/১/১২

সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্ তৎ-পরত্নেন নির্মলম্।

হৃষিকেশ হৃষিকেশ সেবণং ভক্তিরুচ্যতে।।

শব্দার্থ

সর্ব-উপাধি-বিনির্মুক্তম্ — সব রকম জড়-জাগতিক পদ বা বিশিষ্টতা বর্জন, অথবা কৃষ্ণসেবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য সব আকাঙ্ক্ষা রহিত হওয়া; তৎ-পরত্নেন—শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যের দ্বারা; নির্মলম্ — অনুমান-ভিত্তিক-গবেষণামূলক দার্শনিক তত্ত্ব বা সকাম কর্মের সংস্পর্শ বর্জন; হৃষিকেন— সমস্ত উপাধি বর্জিত শুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা; হৃষিকেশ—ইন্দ্রিয়ের প্রভু; সেবনম্ — ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য সেবা; ভক্তি— প্রীতিমূলক সেবা; উচ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

ভক্তি বা প্রীতিমূলক সেবার অর্থ হচ্ছে সবকিছু ইন্দ্রিয়কে ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় লাগানো। যখন জীবাত্মা পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হয় তখন দুইটি পার্শ্বফল লক্ষ্য করা যায়—একটি হচ্ছে সমস্ত জড় উপাধির থেকে মুক্তি হওয়া যায় এবং কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি পরিশুদ্ধতা লাভ করে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু-১/১/২৩৪

অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফূরত্যদঃ ।।

শব্দার্থ

অতঃ—অতএব (কারণ কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা সবই পরম স্তরে অধিষ্ঠিত); শ্রীকৃষ্ণ-নাম-আদি—ভগবান কৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা ইত্যাদি; ন—না; ভবেৎ—হতে পারে; গ্রাহ্যম্ — বোধগম্য হওয়া; ইন্দ্রিয়ৈঃ—স্বূল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; সেবোন্মুখে—যে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছে, তার প্রতি (যখন কোন ব্যক্তি পরমেশ্বরের আদেশের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে, তখন চিন্ময় শক্তি বা হরে ক্রমশঃ ভগবানকে তার কাছে প্রকাশিত করে); হি—নিশ্চয়ই; জিহ্বাদৌ—জিহ্বা থেকে শুরু করে; স্বয়ং—ব্যক্তিগত ভাবে; এব—নিশ্চয়ই; স্ফূরতি—প্রকাশ পায়; আদৌ—সেইগুলি (কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা ইত্যাদি)।

অনুবাদ

যেহেতু কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা সবই পরম স্তরে অধিষ্ঠিত, জড় ইন্দ্রিয়গুলি সেগুলিকে অনুভব করতে পারে না। যখন একজন বদ্ধজীব কৃষ্ণভাবনাময় জাগৃত হয় এবং নিজের জিহ্বাকে ব্যবহার করে ভগবানের পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে বা ভগবানের প্রসাদ আশ্বাদনের মাধ্যমে ভগবদ্ সেবা করতে থাকে তখন তার জিহ্বা পবিত্র হয় এবং ক্রমশঃ কৃষ্ণকে উপলব্ধি হতে থাকে। (মূল পদ্মপুরাণ থেকে গৃহীত এবং চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১৭/১৩৬ এ উল্লেখিত)

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু-১/১/২৫৫

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্থম উপযুক্ততঃ।

নির্বন্ধ-কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তম্ বৈরাগ্যম্ উচ্যতে।।

শব্দার্থ

অনাসক্তস্য—যার আসক্তি নেই; **বিষয়ান্**—জড় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলি; **যথা-অর্থম্**—উপযুক্ততা অনুযায়ী; **উপযুক্ততঃ**—নিযুক্ত করা; **নির্বন্ধঃ**—বন্ধন ব্যতিরেকে; **কৃষ্ণ-সম্বন্ধে**—কৃষ্ণ সম্পর্কিত বিষয়ে; **যুক্তম্**—যথার্থ; **বৈরাগ্যম্**—ত্যাগ; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আসক্তি-রহিত হয়ে কোন কিছু কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ব্যপারে বা কৃষ্ণসেবার জন্য গ্রহণ করে, সেই যথার্থ বৈরাগ্য অনুশীলন করে।

Unit-05

উপদেশামৃত এবং শ্রীঈশোপনিষদ শ্লোক সমূহ

উপদেশামৃত শ্লোক - ১

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং

জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ

সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

শব্দার্থ

বাচঃ — বাক্যের; বেগম — বেগ; মনসঃ — মনের; ক্রোধ — ক্রোধের; বেগম্ — বেগ;
জিহ্বা — জিহ্বার; বেগম্ — বেগ; উদর-উপস্থ — উদর এবং জননেন্দ্রিয়; বেগম্ — বেগ;
এতান্ — এই সব; বেগান্ — বেগসমূহ; যঃ — যেই; বিষহেত — ধারণ করতে সমর্থ;
ধীরঃ — শান্ত; সর্বাম্ — সব; অপি — নিশ্চিত; ইমাম্ — এই; পৃথিবীম্ — পৃথিবী; সঃ
— সেই ব্যক্তি; শিষ্যাৎ — শিষ্য করতে পারেন ।

অনুবাদ

যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর এবং উপস্থের
বেগ -এই ষড় বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন ।

উপদেশামৃত শ্লোক - ২

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্লো নিয়মাগ্রহঃ ।

জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

শব্দার্থ

অত্যাহারঃ — অধিক আহার বা সঞ্চয়; প্রয়াসঃ — অধিক প্রচেষ্টা; চ — এবং; প্রজন্মঃ — অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা; নিয়ম — নিয়মনীতি; আগ্রহঃ — আগ্রহ; জন-সঙ্গঃ — জড়জাগতিক বিষয়ী কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ; চ — এবং লৌল্যম — গ্রহণ চাঞ্চল্য বা লোভ; চ — এবং; ষড়্ভিঃ — এই ছয়টি দোষ দ্বারা; ভক্তিঃ — ভক্তি; বিনশ্যতি — বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ বা প্রয়োজনাধিক অর্থ সঞ্চয়, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা করা, কৃষ্ণ-বিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্য কথন, পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম-নীতিগুলি অনুসরণ করার জন্যই তাদের অনুশীলন করার প্রচেষ্টা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্যপূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইচ্ছানুসারে কার্য-সম্পাদন করার প্রচেষ্টা, কৃষ্ণভাবনাবিমুখ জড়বিষয়ী লোকের সঙ্গ করা, পার্থিব বিষয় লাভ করার বাসনায় ব্যাকুল হওয়া-কোন ব্যক্তি যখন উপরোক্ত ছয়টি দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

উপদেশামৃত শ্লোক - ৩

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্বৈর্যাত্ততৎ কৰ্ম-প্রবর্তনাৎ ।

সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভূভিভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥

শব্দার্থ

উৎসাহাৎ—উৎসাহের দ্বারা; নিশ্চয়াৎ—দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা; দ্বৈর্যাত্ত—দ্বৈর্যের সঙ্গে; ততৎকৰ্ম—ভক্তিযোগের অনুকূলে বিভিন্ন কর্মাদি; প্রবর্তনাৎ—সম্পাদনপূর্বক; সঙ্গ-ত্যাগাৎ—অভক্তের সঙ্গ ত্যাগের দ্বারা; সতঃ—পূর্বতন মহান্ আচার্যবর্গের; বৃত্তেঃ—পদাঙ্ক অনুসরণ করে; ষড়্ভিঃ—এই ছয়টি দ্বারা; ভক্তিঃ—ভক্তি; প্রসিধ্যতি—সিদ্ধি লাভ করেন।

অনুবাদ

ভক্তিয়োগে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সেবাকার্য সম্পাদন করার অনুকূলে ছ'টি প্রধান নিয়ম বা বিধি বর্তমান আছে। যথা, সেবাকার্যে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস বা সংকল্প, ধৈর্য-ধারণ, নববিধা ভক্তির বিধি অনুসারে সেবাকার্য সম্পাদন, আসক্তি ও অসংসঙ্গ ত্যাগ, পূর্বতন আচার্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ। এই ছয়টি বিধি অনুসারে পারমার্থিক জীবন-যাপন করলে ভক্তিয়োগে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা যাবে।

উপদেশামৃত শ্লোক - ৪

দদাতি প্রতিগৃহাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।

ভুঙ্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥

শব্দার্থ

দদাদি—দান করেন; প্রতিগৃহাতি—বিনিময়ে গ্রহণ করেন; গুহ্যম্—গুহ্য বা গুপ্ত বিষয়; আখ্যাতি—ব্যক্ত করেন; পৃচ্ছতি—জিজ্ঞাসা করেন; ভুঙ্তে—আহার করেন; ভোজয়তে—আহার করান; চ—ও; এব—নিশ্চয়; ষড়্ বিধম্—ছয় প্রকার; প্রীতি—প্রীতি বা ভালবাসা; লক্ষণম্—লক্ষণ।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক দান, তার নিকট হতে কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহণ, নিজের মনের কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা এবং তার নিকট হতে ভজন বিষয়ক গুহ্য তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করা, ভক্ত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্বক প্রসাদ ভোজন করান-ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের এই ছয়টি প্রধান লক্ষণ।

শ্রীঈশোপনিষদ আবাহন

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমুদচ্যতে ।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

শব্দার্থ

ওঁ—শব্দব্রহ্ম; পূর্ণম্—পরম পূর্ণ; অদঃ—তা; পূর্ণম্—পরম পূর্ণ; ইদম্—এই প্রপঞ্চময় জগৎ; পূর্ণাৎ—পরম পূর্ণথেকে; পূর্ণম্—পূর্ণ; উদচ্যতে—উদ্ধৃত হয়; পূর্ণস্য—পরম পূর্ণের; পূর্ণম্—পূর্ণরূপে; আদায়—গ্রহণ করা হলে; পূর্ণম্—কেবল পূর্ণই; এব—এমন কি; অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বলে, এই দৃশ্যমান জগতের মতো তাঁর থেকে উদ্ধৃত সব কিছুই সর্বতোভাবে পূর্ণ। পরম পূর্ণ থেকে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তা সবই পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে অসংখ্য অখণ্ড ও পূর্ণ সত্তা বিনির্গত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।

শ্রীঈশোপনিষদ মন্ত্র -১

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥

শব্দার্থ

ঈশ—ভগবানের দ্বারা; আবাস্যম্—নিয়ন্ত্রিত; ইদম্—এই; সর্বম্—সব কিছু; যৎ কিঞ্চ—যা কিছু; জগত্যাং—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে; জগৎ—জড় এবং চেতন সব কিছু; তেন—তাঁর দ্বারা; ত্যক্তন—নির্ধারিত বরাদ্দ; ভুঞ্জীথাঃ—তোমার গ্রহণ করা উচিত; মা—না; গৃধঃ—লাভ করতে চেষ্টা করা; কস্য স্বিদ্—অন্য কারও; ধনম্—ধন।

অনুবাদ

এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে তার মালিক পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীবন ধারণের জন্য তিনি যেটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন, সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত এবং সব কিছুই যে ভগবানের সম্পত্তি তা ভালোভাবে জেনে, কখনই অন্যের জিনিস গ্রহণ করা উচিত নয়।